

ব্যাক টু দ্য স্কয়ার ওয়ান?

অভিজিৎ রায়

বাংলাদেশে প্রতিদিনই এখন চলছে নাটকের মঞ্চায়ন। সাপ্তাহিক সিরিয়াল থেকে এখন মেগা সিরিয়ালের ড্রামা। প্রথমে যদিওবা একটু রাখ-ঢাক ছিল, এখন তো মোটামুটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার - দেশে এখন সামরিক শাসন-ই চলছে। ওই পুরোন জিয়া-এরশাদ স্টাইল। তবে আগের সামরিক শাসনের চেয়ে এখনকার শাসনের পার্থক্য হল- এখন উর্দি পরা লোকগুলো খুব বেশি সামনে আসছেন না। মুখোশের আড়ালেই থাকতে পছন্দ করছেন। সামনে থাকছেন তথাকথিত ‘সুশীল’ সমাজের কেউকেটা কিছু ব্যক্তি। ওটাই ব্যারিস্টার মঈনুল কথিত ‘আর্মি ব্যকড সরকার’। তার কথাতেই ‘সবার সেটা বুঝতে হবে’।

হ্যা, যে যার মত বুকেই গেছে এখন। ওই সিভিলিয়ান ছায়া ছায়া মুখোশগুলো সরিয়ে ফেললেই বেরিয়ে পড়বে উর্দি পড়া হাটু বাহিনীর কায়া। জন্মের পর থেকেই দেখে এসেছি যে হাটু বাহিনী সারা বছর পাঁচ পয়সার রেশনের চাল খায়, আর দু’পয়সায় পায় পেঁয়াজ, যে ‘সুশৃঙ্খল’ বাহিনীর জন্য দেশের আশি শতাংশ বাজেট সব সরকারের আমলেই থাকে বরাদ্দ, যে বাহিনী স্বাধীনতার পর থেকেই ক্ষমতা দলখলের হলি খেলায় মেতে উঠেছে বারে বারে, সে লোভাতুর চোখগুলোই এখন ক্ষমতায় - আরো একবার!

পেছনের স্মৃতি হাতরালে পাওয়া যাবে, উর্দি পড়া লোকগুলো যখন ক্ষমতায় যাওয়ার পায়তারা করে তখন খুব ভাল ভাল কথা বলা শুরু করে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিহাদ’ করে। কিছু দুঁদে সন্ত্রাসী কিংবা দুর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার করে। ধর-পাকরের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলার রাতারাতি ‘উন্নয়ন’ ঘটিয়ে ফেলে। তারপর শীঘ্রই ইলেকশনের ঘোষণা দেয়। নতুন ভাবে বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের কথা বলে। তারপর ‘হ্যা-না’ ভোটের আয়োজন করে। আর সেই হ্যা-না ভোটে ‘নব্বই শতাংশ’ ভোট পেয়ে ক্ষমতার সিন্ধি বৈধভাবেই উপভোগ করে - মানে ‘জনগণকে সাথে নিয়েই’ রাজনীতি শুরু করে। এগুলো বাধা-ধরা ছক। জিয়া এরশাদ করেছেন, আমাদের আজকের ‘আর্মি ব্যকড’ সরকারও ধীরে ধীরে সেই পথে এগুচ্ছে।

হাসিনা-খালেদার দু’দলই চরম দুর্নীতি পরায়ন, দুর্নীতির সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন- একথা তো অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু দুর্নীতি করে থাকলে, অন্যায় করে থাকলে দেশেই বিচার হোক - এ ব্যাপারটা নিশ্চয় আতিরিক্ত আশা নয়। কিন্তু বিচার না করে বিচারের প্রহসন করা কতটুকু যৌক্তিক? খালেদা জিয়ার দুর্নীতিবাজ ছোট ছেলে ‘কোকো’কে নিয়ে যে নাটক করলেন সরকার, সেটাকে কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত? দুর্নীতিবাজদের ধরার ঘোষণা দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করতে কোকোকে ধরেও ছেড়ে দিলেন - যাতে খালেদা জিয়া পান্তারি গুটাতে পারেন। অথচ মুখে বলছেন সরকারের তরফ থেকে কোন চাপও নাই, কোন সমঝোতাও হয়নি। আবার ওদিকে শেখ হাসিনাকে নিয়ে সরকার খেলছে আরেক মজাদার খেলা। প্রথমদিন মেজর জেনারেল মতিন বললেন, ‘হাসিনার দেশে ফিরতে কোন বাধা নেই’। এর পরদিনই কামানের গোলার মত এক প্রেসনোট দেগে হাসিনার দেশে ফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিলেন। মেজর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন এক সাংবাদিক ‘কাল তো বললেন হাসিনার ফিরতে বাধা নেই, আজ তবে নিষেধাজ্ঞা কেন?’ মেজর সাহেবের কন্ঠ থেকে উত্তর এল - ‘ও তো কাল বলেছি, আজ তো বলিনি।’ একেই বলে ক্ষমতার দস্ত! সাথে কি হাটু বাহিনীর উপর মানুষের এত অনাদিকালের অনাস্থা!

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই খুব প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্থায়ী পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে আশা জাগানিয়া কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন

তাকে কেউ খারাপ বলবে না। যে সমস্ত রাঘব বোয়ালদের তারা ধরে জেলে পুরেছেন, দু'দিন আগেও কেউ তাদের টিকিটিও স্পর্শ করার সাহস দেখাতে পারত না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-রাজনীতির লেজুরবৃত্তিও বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে, এগুলো খুবই আশার কথা। কিন্তু তারপরেও ঘর পোড়া গরু আমরা - মনে ভয় হয় - এগুলো দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য দু'দিনের ছেলে ভুলোনো ছড়া নয়ত? এরশাদ সাহেবও একসময় সান্ত্বনের 'দুর্নীতিবাজদের মন্ত্রিসভা' ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন ছড়িয়েছিলেন। তারপর ওই একই দুর্নীতিবাজদের মধ্য থেকেই কিছু প্রভুভক্ত লেজুর নিয়েই আবার নিজের মন্ত্রিসভা করেছিলেন। এরশাদের ওই 'আর্মি ব্যকড' সরকারকে সরাতে জনগণকে নয় বছর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই গণঅভ্যুত্থানের দিনটির কথা আমার আজও মনে পড়ে। সেদিনের সে মহামিছিলের কাফেলায় আমিও যে ছিলাম!

এরশাদকে সরাতে ন' বছর লেগেছিল। কামনা করি আজকে আমাদের 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকার যেন এরশাদের উত্তরসূরীতে পরিণত না হন। আর যদি হয়েই যান, এ সরকারকে সরাতে জনগণকে কত বছর সংগ্রাম করতে হবে যে জানে।

দেশের মিডিয়ায় এখন সেন্সরশিপ। ইন্টারনেটই বোধ হয় ভরসা এখন....

এপ্রিল ১৯, ২০০৭